ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩২ বর্ষ ১৭তম সংখ্যা | ওয়েব সাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ৩১ ভাদ্র ১৪২৫, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হলের ছাত্রীদের জন্য নবনির্মিত ৭ মার্চ ভবন উদ্বোধন করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ মার্চ ভবন উদ্বোধন

কিতাবি শিক্ষা নয়, জীবনমান উন্নয়নের শিক্ষা চাই- প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষাখাতের ব্যয়কে 'বিনিয়োগ' হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন, "শিক্ষাকে বহুমুখী করার জন্য বর্তমান সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শুধু কিতাবি শিক্ষা নয়, জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো যায়-এমন শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলতে চাই।" গত ১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হলের ছাত্রীদের জন্য নবনির্মিত ৭ মার্চ ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে একটি সর্বজনীন ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতি উপহার দিয়েছিলেন। জাতির পিতার অবিসংবাদিত নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ যখন ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল, তখনই একাত্তরের পরাজিত শক্তি '৭৫ এর ১৫ আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে। শুধু রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের জন্য তাঁকে হত্যা করা হয়নি। মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি এবং স্বাধীনতা বিরোধীদের পুনর্বাসনের জন্য তাঁকে হত্যা করা হয়। এরপর বাংলাদেশ পিছনে হাঁটতে শুরু করে। দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের শাসনকাল ছিল বাংলাদেশের জন্য স্বর্ণযুগ। বর্তমান সরকার গত সাড়ে নয় বছরে জনগণকে কাঙ্খিত উন্নয়ন উপহার দিয়েছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। জাতীয় প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় ও গড় আয়ু বেড়েছে। দারিদ্রের হার কমেছে। নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সক্ষম হয়েছে। তরুণরা এখন আউটসোর্সিং করে আয় করছে। বিশ্বে ৫৭তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ মহাকাশে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' উৎক্ষেপণ করেছে। দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতি বিভাগীয় শহরে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতি জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হচ্ছে। পিএইচ ডি ফেলোশিপ ভাতা এবং পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপ ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। 'বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট' গঠন করে গবেষণা কর্মকে আরও বিস্তৃত করা হয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশ্বমান অর্জনে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তার ধারাবাহিকতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। জ্ঞানভিত্তিক দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার প্রয়াস চালিয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ সম্প্রতি ইউনেস্কোর ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বাঙালি জাতি হিসেবে আমরা গর্বিত উল্লেখ করে তিনি বলেন, ঐতিহাসিক ৭মার্চ ভাষণের স্মরণে নির্মিত এ ভবন যেমন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতীক, তেমনি শিক্ষা বিস্তারে একটি নতুন মাত্রার সংযোজন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে শিক্ষার্থীরা বিশ্বে সবচেয়ে কম খরচে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে। সব ধরণের উচ্ছৃঙ্খলতা পরিহার ও নিয়ম কানুন মেনে উচ্চশিক্ষার এ সুযোগ গ্রহণের জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মূল্যবোধ ধারণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কাজে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ মার্চ ভবনের ফলক উন্মোচন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য পরিদর্শন ও ৭ মার্চ জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হলের ছাত্রীদের জন্য নবনির্মিত ৭ মার্চ ভবন উদ্বোধনের পর ৭ মার্চ জাদুঘর পরিদর্শন করেন এবং সেখানে রক্ষিত পরিদর্শন বইয়ে মতামত প্রদর্শনপূর্বক স্বাক্ষর করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন রোকেয়া হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাত্র সাড়ে তিন বছরে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা এনে দিয়েছিলেন।

অস্ট্রেলিয়া সফর শেষে দেশে ফিরেছেন উপাচার্য

ড. মো. আখতারুজ্জামান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অস্ট্রেলিয়া সফর শেষে গত ৩০ আগস্ট ২০১৮ রাতে দেশে ফিরেছেন। অস্ট্রেলিয়ার সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, গত ২৫ আগস্ট ২০১৮ মধ্যরাতে অস্ট্রেলিয়া সফরের উদ্দেশ্যে উপাচার্য ঢাকা ত্যাগ করেন।

ঢাবি-এ 'কালো দিবস' পালিত

'কালো দিবস' উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, কারা নির্যাতিত শিক্ষক ও মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড ইউনিটের পক্ষ থেকে অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন, অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ আলী আকবর, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, কারিগরী কর্মচারী সমিতি, ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও নির্যাতিত একজন ছাত্র ও বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষ থেকে সাদ্দাম হোসেন বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান।

সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ইতিহাসের একটি চলমানতা আছে এবং সেই লক্ষ্যে নতুন প্রজন্মকে সেই দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এই আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৭ সালের এই দিনে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার তথা আবাসিক ছাত্রদের উপর অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছে এবং চারজন শিক্ষককেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। কোন প্রতিষ্ঠানের উপর আঘাত কোনভাবেই আমাদের কাম্য নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে, এই বিশ্ববিদ্যালয় গণতন্ত্রের সুতিকাগার। স্বৈরাচারী দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা অগণতান্ত্রিক যেকোন কিছুর বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাহসী কথা বলার ইতিহাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টিভঙ্গি মানবতাবাদী ও উদার নৈতিক যা সবসময়ই জয়ী হয়েছে। এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা নিজ নিজ অবস্থানে কাজ করব এটিই হোক আজকের দিনের প্রত্যয়। (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

'কালো দিবস' উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবি সুফিয়া কামাল হলে বার্ষিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতির অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। হল মিলনায়তনে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমান, সাতিহ্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আহ্বায়ক ড. লীলা তাপসী খান, অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আহ্বায়ক আফরোজা বুলবুল সহ হলের আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ছবিতে উপাচার্যের সাথে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রীদের দেখা যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে কলা অনুষদের অনুষ্ঠান

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ উপলক্ষ্যে গত ৩০ আগস্ট ২০১৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থভিত্তিক উন্মুক্ত এক কুইজ প্রতিযোগিতা এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনালেখ্যভিত্তিক লোক নাট্য পরিবেশনায় 'মুজিব মানে মুক্তি' নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ। এতে সভাপতিত্ব করেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন।

অধ্যাপক ড. এ কে এম সিদ্দিক-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. এ কে এম সিদ্দিক-এর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবাণীতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. এ কে এম সিদ্দিক একজন নিবেদিতপ্রাণ প্রশাসক, নিষ্ঠাবান শিক্ষক এবং গবেষক ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন বিশেষত পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণায় বিশেষ অবদান রেখেছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছেন তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উপাচার্য মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

অধ্যাপক ড. এ কে এম সিদ্দিক মানিকগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪২ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে বিএসসি অনার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১৯৪৪ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন।

অধ্যাপক সিদ্দিক ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৫৬ সালে কলম্বো প্ল্যান বৃত্তি লাভ করে কানাডার ইউনিভার্সিটি অব সাসকাটচেওয়ান থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার ফেলোশিপ নিয়ে গবেষক হিসেবে তাঁর খ্যাতি রয়েছে। তিনি ১৯৮১ সালে সুইডিশ নোবেল একাডেমিক কর্তৃক পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার মনোনয়ন সংক্রান্ত কমিটির সদস্য ছিলেন।

অধ্যাপক ড. এ কে এম সিদ্দিক ২১ মার্চ ১৯৮৩ থেকে ১৬ আগস্ট ১৯৮৩ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে তিনি ২৪ আগস্ট ১৯৮১ থেকে ২০ মার্চ ১৯৮৩ পর্যন্ত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক সিদ্দিক গত ৩১ আগস্ট ২০১৮ গুলশানে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে, আত্মীয়স্বজন সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। বাদ এশা গুলশান-১ এ তাঁর প্রথম নামাযে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন মানিকগঞ্জে দ্বিতীয় জানাজা শেষে তাঁর নিজ গ্রামে দাফন সম্পন্ন করা হয়।

রমা চৌধুরী-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী, লেখক ও মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতনের শিকার রমা চৌধুরী-এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবাণীতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনীর গুলিতে দুই ছেলে নিহত হওয়া ছাড়াও শারীরিক নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন রমা চৌধুরী। তাঁর ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তবু জীবনযুদ্ধে হার মানেন নি তিনি। লেখিকা হিসেবে বাংলাদেশের সাহিত্য অঙ্গণে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। রমা চৌধুরী তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য তাঁর আত্মার শান্তি এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

রমা চৌধুরী ১৯৪১ সালে চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার পোপাদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনিই ছিলেন দক্ষিণ চট্টগ্রামের প্রথম নারী স্নাতকোত্তর (এমএ)। ১৯৬২ সালে কক্সবাজার বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবনের শুরু। দীর্ঘ ১৬ বছর তিনি বিভিন্ন উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করেন। রমা চৌধুরী প্রবন্ধ, উপন্যাস ও কবিতা মিলিয়ে তাঁর ১৮টি গ্রন্থ রয়েছে।

উল্লেখ্য, রমা চৌধুরী গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ভোররাত ৪টা ৪০ মিনিটে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। চট্টগ্রাম শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বোয়ালখালীর গ্রামের বাড়িতে রমা চৌধুরীকে সমাহিত করা হয়।

ঢাবি-এ 'কালো দিবস' পালিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দিবসটি উপলক্ষ্যে সকালে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে '২০০৭ সালের ২৩ আগস্ট সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর নির্যাতনের বিচারের দাবীতে' এক মানববন্ধন পালন করা হয়। মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ। এছাড়া, কালো দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীরা কালো ব্যাজ ধারণ করেন।

উল্লেখ্য, ২০০৭ সালের ২০-২৩ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী তথা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের উপর সংঘটিত অমানবিক, বেদনার্ত ও নিন্দনীয় ঘটনার স্মরণে প্রতিবছর ২৩ আগস্ট এই দিবসটি পালন করা হয়ে থাকে। এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ও অফিসসমূহ ঈদ-উল-আযহা'র বন্ধ থাকায় গত ৩ সেপ্টেম্বর কালো দিবসের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে এ বছর ভর্তি প্রার্থী ২ লাখ ৭২ হাজার ৫১২জন

২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে ৫টি ইউনিটের মোট ৭হাজার ১২৮টি আসনের বিপরীতে ২লাখ ৭২হাজার ৫শ' ১২জন ভর্তিপ্রার্থী অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করেছে। অনলাইনের মাধ্যমে প্রার্থীদের ভর্তির আবেদন গ্রহণ প্রক্রিয়া গত ২৮ আগস্ট ২০১৮ দুপুর ২টায় শেষ হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ভর্তি অফিস সূত্রে জানা যায়, এ শিক্ষাবর্ষে ক-ইউনিটের ১হাজার ৭৫০টি আসনের বিপরীতে ৮২হাজার ৯শ' ৭০জন, খ-ইউনিটের ২হাজার ৩৭৮টি আসনের বিপরীতে ৩৬হাজার ২শ' ৫০জন, গ-ইউনিটের ১হাজার ২৫০টি আসনের বিপরীতে ২৭হাজার ৫শ' ৩৪জন, ঘ-ইউনিটের ১হাজার ৬১৫টি আসনের বিপরীতে ১লাখ ৬শ' ১৪জন এবং চ-ইউনিটে ১৩৫টি আসনের বিপরীতে ২৫হাজার ১শ' ৪৪জন আবেদন করেছে।

ক-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ শুক্রবার, খ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ শুক্রবার, গ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ শুক্রবার, ঘ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ১২ অক্টোবর ২০১৮ শুক্রবার, চ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা (সাধারণ জ্ঞান) ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ শনিবার এবং চ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা (অংকন) ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ শনিবার অনুষ্ঠিত হবে।

'গ' ও 'চ' ইউনিটের প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে ৫ সেপ্টেম্বর বিকাল ৩টা থেকে পরীক্ষার দিন সকাল ৯টা পর্যন্ত। 'ক', 'খ', 'ঘ' ইউনিটের প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে ১০ সেপ্টেম্বর বিকাল ৩টা থেকে পরীক্ষার দিন সকাল ৯টা পর্যন্ত ।

উল্লেখ্য, গত ৩১ জুলাই ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনলাইনের মাধ্যমে প্রার্থীদের ভর্তির আবেদন গ্রহণ প্রক্রিয়া উদ্বোধন করেন।

গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে বিডি ক্লিনের উদ্যোগে 'পরিচ্ছন্ন দেশ গড়তে সদস্যদের ভূমিকা' শীর্ষক এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল।

গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে '২০০৭ সালের ২৩ আগস্ট সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর নির্যাতনের বিচারের দাবীতে' এক মানববন্ধন পালন করা হয়। মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ।

জন্মাষ্টমী মহোৎসব উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলের আয়োজনে গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ হল উপাসনালয়ে "বর্তমান প্রেক্ষাপটে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শিক্ষার গুরুত্ব" শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাণিজ্য সচিব শুভাশীষ বসু এবং ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপ কুমার আগরওয়ালা। এতে প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন ইসকন, বাংলাদেশ-এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী।

'সুফি আধ্যাত্মবাদ ও মানবতাবোধ' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত

আল্লামা রুমি সোসাইটি, বাংলাদেশ এর উদ্যোগে গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে 'বাংলার রুমি সৈয়দ আহমদুল হক রচিত রচনাবলিতে সুফি আধ্যাত্মবাদ ও মানবতাবোধ' শীর্ষক দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সেমিনার ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারের সমাপ্তি পর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। এতে সভাপতিত্ব করেন আল্লামা রুমি সোসাইটি বাংলাদেশ এর উপদেষ্টা আলহাজ্ব সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান।

গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের ১ম পুনর্মিলনী কার্জন হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ছবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে দেখা যাচ্ছে।

উপাচার্যের সাথে নিউজিল্যান্ডের এমিরিটাস অধ্যাপকের সাক্ষাৎ

নিউজিল্যান্ডের ক্যান্টারবুরি ইউনিভার্সিটির এমিরিটাস অধ্যাপক ড. জেনিনকা গ্রিনউড গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, ড. মো. আরিফুল হক কবির, ড. আবু সালাহ্উদ্দিন এবং ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নিউজিল্যান্ডের ক্যান্টারবুরি ইউনিভার্সিটির মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করার বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষক বিনিময় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

রোহিঙ্গা বিষয়ক দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিমিনোলজি বিভাগের উদ্যোগে 'Rohingya: Politics, Ethnic Cleansing and Uncertainty' শীর্ষক দু'দিনব্যাপী ২য় আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সমাপ্ত হয়েছে।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে সমাপণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাপান স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টসের অধ্যাপক ড. সলিমুল্লাহ খান এবং জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর-এর ডেপুটি রিপ্রেজেন্টেটিভ পাপা কিসমা সিলা।

এর আগে গত ১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি মো. মোজাম্মেল হোসেন এবং সম্মানিত অতিথি ছিলেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম। ক্রিমিনোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জিয়া রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন 'দি ইউনিভার্সিটি অব হংকং' এর সহযোগী অধ্যাপক ও 'সেন্টার ফর কমপারেটিভ এন্ড পাবলিক ল' এর পরিচালক মিজ কেলি লপার।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান। তিনি বলেন, এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনটির বিষয় রোহিঙ্গা ইস্যু যার সাথে যুক্ত রাজনীতি। এটি আন্তর্জাতিক সঙ্কট, পৃথিবীর বহু দেশে বহুবার এই সঙ্কট তৈরি হয়েছে। অনেক ধরণের সম্মেলন, সেমিনার এই ইস্যুতে হয় সেখান থেকে কিছু প্রস্তাব আসে, সুপারিশ আসে যা সংশ্লিষ্টদের নজরে দেয়াও হয় কিন্তু কোন স্থায়ী সমাধানের কার্যকর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় না। উপাচার্য আরও বলেন, রোহিঙ্গাদের ওপর রাষ্ট্রীয়ভাবে যে গণহত্যা চলেছে, সেখানকার নোবেলজয়ী রাজনীতিবিদ অং সান সুচি সেটিকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করছেন, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। রোহিঙ্গা সঙ্কটের স্থায়ী সমাধানে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসার জন্য উপাচার্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, সম্মেলনে ২১টি সেশনে ৭২টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অর্ধশত গবেষক, শিক্ষক, আইনজীবী ও শিক্ষার্থীরা। সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, নেপাল ও ব্রুনেইয়ের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উদ্যোগে 'Material Science and Semiconductor Devices' ২০১৮ শীর্ষক দু'দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ছবিতে উপাচার্যকে বক্তব্য রাখতে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাট্য সংসদ আয়োজিত তিন-দিনব্যাপী নাট্যোৎসব গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এসময় বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. ইসরাফিল শাহীন, সাবেক সংসদ সদস্য তানভির শাকিল জয় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এম.ফিল. প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদনপত্র বিতরণ ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে এম.ফিল. প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে। রেজিস্ট্রারের অফিসের এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. শাখার ৩২৩ নং ও ৩২৫ নং কক্ষ থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে। এস.এস.সি থেকে স্নাতকোত্তর পরীক্ষা পাশের মূল নম্বরপত্র এবং টাকা জমার ব্যাংক রশীদ দেখিয়ে প্রার্থীকে নির্ধারিত আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে। আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ থেকে ১৭ অক্টোবর ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যান/ ইনস্টিটিউটের পরিচালকদের অফিসে আগামী ১৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে সকল পরীক্ষার নম্বরপত্রের ফটোকপি, ৫শ' টাকা জমার ব্যাংক রশিদের ফটোকপি ও সম্প্রতি তোলা ১ (এক) কপি ছবি সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক/ বিভাগের চেয়ারম্যান/ ইনস্টিটিউটের পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত করে জমা দিতে হবে। পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য প্রদান না করলে ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

এম.ফিল প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য প্রার্থীদের চার বছর মেয়াদী স্নাতক সম্মান ডিগ্রিসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা তিন বছর মেয়াদী স্নাতক সম্মান ও এক বছর মেয়াদী মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা দুই বছর মেয়াদী স্নাতক ও দুই বছর মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ স্নাতক পর্যায়ে ১ বছরের শিক্ষকতা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ১ বছরের চাকুরি অথবা স্বীকৃত মানের জার্নালে ১টি গবেষণা প্রবন্ধ থাকতে হবে। প্রার্থীদের সকল পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ/শ্রেণীসহ ন্যূনতম ৫০% নম্বর থাকতে হবে। মাধ্যমিক/ সমমান থেকে স্নাতক/স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় C.G.P.A. ৫ এর মধ্যে ৩.৫ অথবা C.G.P.A. ৪ এর মধ্যে ৩ থাকতে হবে।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে গত ২৭ আগস্ট ২০১৮ কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে আলোচনা সভা, নজরুল পুরস্কার ২০১৭ প্রদান এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য সচিব মো. নাসির উদ্দিন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কবি নজরুলের নাতনী খিলখিল কাজী।

জগন্নাথ হলের পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তরের যৌথ সহযোগিতায় গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। পোনা অবমুক্তকরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ এম. পি.। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাক ড. অসীম সরকার।

এসময় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ হলের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নিউজিল্যান্ডের ক্যান্টারবুরি ইউনিভার্সিটির এমিরিটাস অধ্যাপক ড. জেনিনকা গ্রিনউড গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

আন্তর্জাতিক আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব সমাপ্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদের আয়োজনে তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠান গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর-এর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক পাপা কিসমা সিলা, চলচ্চিত্র নির্মাতা মোরশেদুল ইসলাম, শামীম আখতার, চলচ্চিত্র গবেষক জোনায়েদ হালিম প্রমুখ।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ১০ বছর ধরে নিয়মিতভাবে আন্তর্জাতিকমানের এই আয়োজন করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদকে ধন্যবাদ জানান।

আসরের সেরা চলচ্চিত্র 'জহির রায়হান বেস্ট শর্ট' নির্বাচিত হয়েছে রোমানিয়ান পরিচালক এলেনা সায়ালাকিউর 'দি লিটল হিরো'। 'তারেক মাসুদ বেস্ট ইমার্জিং ডিরেক্টর' পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাদেশের নির্মাতা নীলা নুসরাত এর 'মাগনা'। 'বেস্ট শর্টফিল্ম অন রিফিউজি' নির্বাচিত হয়েছে সার্বিয়ান পরিচালক আলেকজান্ডার আলেকজিকের চলচ্চিত্র 'অ্যানিহোয়্যার'। এই ক্যাটাগরিতে রানার-আপ নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশি নির্মাতা মৃত্তিকা কামালের 'এস্কেপ'। এছাড়া 'বেস্ট ডিরেকশন' এর জন্য নির্বাচিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের চলচ্চিত্র 'কানেক্টেড'। 'বেস্ট সিনেমাটোগ্রাফি' এর জন্য নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র 'দি মোন'। 'বেস্ট এডিটিং' এর জন্য যুগ্মভাবে নির্বাচিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের চলচ্চিত্র 'কানেক্টেড' এবং 'ম্যারিপোসাস'। বাংলাদেশি চলচ্চিত্র 'ইজ ইট গুড টু রান অ্যাওয়ে?' নির্বাচিত হয়েছে 'বেস্ট স্ক্রিনপ্লে' এর জন্য। জার্মান চলচ্চিত্র 'ড্রাউনিং' পেয়েছে 'বেস্ট অ্যানিমেশন' বিভাগের পুরস্কার।

উল্লেখ্য, উৎসবের শেষ দিনের আয়োজনে ৩টি স্ক্রিনিং সেশনে মোট ৩৩টি চলচ্চিত্রের প্রদর্শন করা হয়েছে।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে গত ২৭ আগস্ট ২০১৮ কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে আলোচনা সভা, নজরুল পুরস্কার ২০১৭ প্রদান এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য সচিব মো. নাসির উদ্দিন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ।

গত ১১ সেপ্টেম্বর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ এম. পি. এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জগন্নাথ হলের পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্ত করেন।

গত ১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হলের ছাত্রীদের জন্য নবনির্মিত ৭ মার্চ ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্রেস্ট উপহার দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এসময় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, রোকেয়া হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপিত

গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর) বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করেছে। দিনব্যাপী কর্মসূচীর মধ্যে ছিল- ইনস্টিটিউটের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সকালে ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে বেলুন উড়িয়ে কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো- 'সাক্ষরতা অর্জন করি, দক্ষ হয়ে জীবন গড়ি'।

এ উপলক্ষ্যে সকালে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্যের নেতৃত্বে র‍্যালিটি আইইআর থেকে শুরু হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে আইইআর-এ এসে শেষ হয়। পরে ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয় এক আলোচনা সভা। ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দা তাহমিনা আখতারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মো. আবদুল মালেক। আলোচনায় অংশ নেন ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন পরিচালক অধ্যাপক ড. সিদ্দিকুর রহমান, বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন সচিব শ্যামল কান্তি ঘোষ এবং ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. আবদুস সালাম।

এছাড়া, দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় "Literacy & Skills Development" শীর্ষক এক বিতর্ক প্রতিযোগিতা।

সড়কের শৃঙ্খলা ফেরানোর জন্য সবার আগে মানুষকে সচেতন হতে হবে : উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেছেন, সড়কের শৃঙ্খলা ফেরানোর জন্য সবার আগে মানুষকে সচেতন হতে হবে। গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ শাহবাগে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ আয়োজিত ট্রাফিক সচেতনতা' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

উপাচার্য আরও বলেন, সড়কের শৃঙ্খলা ফেরানোর জন্য শুধু আইন প্রয়োগ করলেই হবে না, পথচারীদের সদস্য যদি আইন ভঙ্গ করে তাহলে তাকেও ছাড় দেওয়া হবে না। গাড়ির মালিক ট্রাফিক আইন অমান্য করে, চালক অমান্য করে, পথচারী অমান্য করে, এমনকি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরাও ট্রাফিক আইন অমান্য করে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী

চলাচলের জন্য সুব্যবস্থা করাসহ নানা ধরনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে। তবেই সড়কে শৃঙ্খলা ফিরবে।

ডিএমপি কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া বলেন, সবাইকে আইন মেনে চলতে হবে। পুলিশের কোনো রুবাইয়াতুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী, বিশিষ্ট কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ, নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন প্রমুখ।

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় কবির মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

যথাযোগ্য মর্যাদায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২৭ আগস্ট ২০১৮ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে বাদ ফজর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদুল জামিয়া'য় কোরানখানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ৭টায় কলাভবন প্রাঙ্গনস্থ অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ জমায়েত হন। সেখান থেকে তাঁরা সকাল সোয়া ৭টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা সহকারে কবির সমাধিতে গমন, পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ করেন। পরে কবির সমাধি প্রাঙ্গণে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী, সংগীত বিভাগের চেয়ারপার্সন টুম্পা সমদ্দার ও সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহসিনা আক্তার খানম (লীনা তাপসী), বিভাগের খন্ডকালীন শিক্ষক ও বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী খায়রুল আনাম শাকিল, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী।

সভাপতির বক্তব্যে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বলেন, কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি। তিনি মানুষের কবি, সাম্যের কবি। তাঁর চিন্তা ও সমাজ ভাবনা আমাদের পথ দেখাতে সাহায্য করেছে। বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি বিনির্মাণে তাঁর সৃষ্টিকর্ম সবসময় আমাদের প্রেরণা দেবে।

নজরুল গবেষক ও জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা নজরুলের বিভিন্ন পর্যায়ের সংগীত পরিবেশন করেন।

বৌদ্ধতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া বৃত্তি পেলেন ১০ শিক্ষার্থী

পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'পালি ও বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ' বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের মেধাবী শিক্ষার্থীদের 'বৌদ্ধতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া বৃত্তি' ২০১৬ ও ২০১৭ প্রদান করা হয়েছে। গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ রমেশ চন্দ্র মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক ও সনদপত্র তুলে দেন। বৃত্তি ২০১৬ পেয়েছেন লিপি আকতার, স্বপ্না রানী মন্ডল, কে এম আফতাবুল ইসলাম তন্ময়, অর্পনা রায়, মোছা. স্নিগ্ধা ও প্রকট চাকমা।

আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ ধর্মমিত্র মহাস্থবির। এছাড়া, করুণানন্দ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। পালি ও বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া স্বাগত বক্তব্য দেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া'র কন্যা ফান্ডের দাতা সংঘমিত্রা বড়ুয়া মানসী। অনুষ্ঠানের শুরুতে অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া'র জীবন নিয়ে নির্মিত প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া'র সংগ্রামী জীবনে ব্যতিক্রমী কিছু

২০১৭ সালের বৃত্তি পেয়েছেন মোছা. আশামনি আক্তার, মোজাহিদ হোসাইন, তরুন বিশ্বাস ও সুরাইয়া শারমিন। 'বৌদ্ধতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া স্বর্ণপদক ২০১৫ ও ২০১৬' প্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করা হয়। তারা হলেন শারমিন নাহার ও প্রকট চাকমা, তাদের সনদপত্র দেওয়া হয়। আগামী ৫১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাদেরকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো: দেলোয়ার হোসেন এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মূল্যবোধ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি দায়বদ্ধতা ও নিজ বিভাগের শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য যে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে তা তার অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের প্রকাশ। অন্যান্য ধর্মের মত বৌদ্ধ ধর্মেও শিক্ষা ও দর্শনে মানবসমাজের জন্য একটি সার্বজনীনতা রয়েছে। সবার মধ্যে এই চেতনার বিকাশ ঘটবে এটিই আজকের দিনের প্রত্যাশা। শিক্ষার্থীদের সাফল্যের পেছনে পিতামাতার অবদানের জন্য তাদেরকেও অভিনন্দন জানান উপাচার্য। মেধাবী তরুণ প্রজন্ম সুন্দর দর্শন, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভবিষ্যতে দেশ ও সমাজের কল্যাণের কাজের সাথে সম্পৃক্ত হবে বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম ও মো: আবু বকর সিদ্দিক, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম এবং মোঃ নজরুল ইসলাম ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫